সংবাদ

তারিখ 16 JUN 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৩

সব উপজেলায় হাইস্কুল ও কলেজ জাতীয়করণ নিয়ে বেকায়দায় মন্ত্রণালয়

নানা তদবির ও চাঁদাবাজি

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

সরকারি বিদ্যালয় ও কলেজবিহীন উপজেলায় একটি করে প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ নিয়ে বেকায়দায় পড়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এজন্য সংশ্লিষ্ট সব উপজেলায় প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণের অবস্থান থেকে সরে এসেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।

অভিযোগ পাওয়া গেছে, অনেক উপজেলায় স্থানীয় প্রভাবশালী মহলের তদবিরের চাপে যোগ্য প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ করা যাচ্ছে না, অনেক ক্ষেত্রে অযোগ্য ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো না থাকা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করতে হচ্ছে। আবার জাতীয়করণের জন্য শিক্ষকদের কাছ থেকে টাকাও আদায় করছেন প্রধান শিক্ষক, অধ্যক্ষ ও পরিচালনা পরিষদের কিছু কিছু সদস্য।

মন্ত্রণালয়ের নতুন সিদ্ধান্ত অনুযায়ী জাতীয়করণের যোগ্য প্রতিষ্ঠান না পাওয়া গেলে সেইসব উপজেলায় কোনো প্রতিষ্ঠান জাতীয়করণ হবে না। গত ৮ মে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সোহরাব হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ সিদ্ধান্ত হয়েছে।

ওই সভায় ইতিমধ্যে যে স্কুল-কলেজ জাতীয়করণ করা হয়েছে তার তালিকা প্রণয়ন করারও সিদ্ধান্ত হয়েছে। এছাড়া যেসব উপজেলায় জাতীয়করণের মতো স্কুল-কলেজ

উপজেলায় : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

উপজেলায় : হাইস্কুল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নেই সেগুলোর তালিকাও তৈরি করতে হবে।' জাতীয়করণের জন্য শিক্ষকদের কাছে চাঁদা আদায়ের অভিযোগ পাওয়া গেছে, নারায়ণগঞ্জ সোনারগাঁও ডিগ্রি কলেজ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। শিক্ষকদের চাকরির বয়স অনুযায়ী অর্থাৎ যার চাকরির বয়স যত বেশি রয়েছে, তাদের কাছ থেকে বেশি চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। শিক্ষকদের কাছ থেকে জনপ্রতি তিন লাখ থেকে সর্বোচ্চ ছয় লাখ টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। গভর্নিং বডির মাধ্যমে শিক্ষা প্রশাসনের বিভিন্ন স্তরে এই চাঁদা দেয়ার কথা বলে তা আদায় করছেন অধ্যক্ষ।

এ বিষয়ে সম্প্রতি শিক্ষা সচিব, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন ও নিরীক্ষা অধিদফতরের (ডিআইএ) পরিচালকের কাছে লিখিত অভিযোগ দেয়া হয়েছে।

টাকা আদায়ের অভিযোগের ব্যাপারে জানতে চাইলে সোনারগাঁও ডিগ্রি কলেজের অধ্যক্ষ আশরাফুজ্জামান সংবাদকে বলেন, 'জাতীয়করণের জন্য কোন শিক্ষকের কাছ থেকেই টাকা নেয়া হচ্ছে না। শিক্ষকরা মিথ্যা অভিযোগ করছেন।'

সোনারগাঁও কলেজটি ১৯৬৯ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি এমপিওভুক্ত।

অভিযোগপত্রে বলা হয়েছে, 'বর্তমান সরকার দেশের প্রতিটি উপজেলায় একটি করে কলেজ সরকারিকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এর মধ্যে সোনারগাঁও ডিগ্রি কলেজটি রয়েছে। কিন্তু এই ঘোষণার আগেই কলেজটির অধ্যক্ষ আশরাফুজ্জামান শিক্ষক ও কর্মচারীদের সরকারিকরণের প্রলোভন দেখান এবং তাদের পদবি ও স্কেল অনুযায়ী চাঁদা দাবি করেন। শিক্ষকরা প্রথমে এই চাঁদা দিতে অস্বীকৃতি জানালে অধ্যক্ষ তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন করেন। এক পর্যায়ে সবাই টাকা দিতে বাধ্য হয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে দেয়ার কথা বলে এভাবে ৫০ লাখ টাকা চাঁদা আদায় করা হয়েছে।'

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গত ১২ জুন জাতীয় সংসদে এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'দেশের যেসব উপজেলায় কোন সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও সরকারি কলেজ নেই সেসব উপজেলায় একটি করে মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও বেসরকারি কলেজকে সরকারিকরণের পরিকল্পনা সরকারের রয়েছে।'

মন্ত্রী জানান, ইতোমধ্যে ২৮৫টি বেসরকারি কলেজ সরকারিকরণের লক্ষ্যে অর্থ মন্ত্রণালয় হতে প্রয়োজনীয় আর্থিক সম্মতি পাওয়া গেছে। সে আলোকে শীঘ্রই পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।'